দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 2 NOV 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এখন নকলের স্বর্গরাজ্য

বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এখন নকলের স্বর্গরাজ্য। ইন্টারনেট থেকে বিষয়বস্তু টুকে নিয়ে জমা দিয়ে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এটাকে দোষের কিছু মনে করছে না। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র জানান, যখন ভেবেচিন্তে লিখতে ভাল লাগে না তখন ইন্টারনেট খুলে শুধু প্রবন্ধের বিষয়টি টাইপ করে দিলে তথ্যের কোন অভাব হয় না। লেখার ধরনটা মাঝে মাঝে একটু উনিশ বিশ করতে হয় মাত্র।

বিশ্বের প্রথম সারির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অন্যের গবেষণাপত্র থেকে টোকাটুকি করার প্রবণতা কতটা, তা নিয়ে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালানো হয়। ফলাফলে দেখা গেছে ৪৯ শতাংশ ছাত্র মাঝে মাঝে ইন্টারনেট থেকে অন্যদের লেখা লিখে জমা দিয়েছেন। তবে বিভিন্ন বিভাগে এই অসুদপায় অবলম্বনের রকমফের রয়েছে। এ ব্যাপারে উপরের সারিতে আছেন আইন বিভাগের ছাত্ররা। তারা স্বীকার করেছেন ৬২ শতাংশ লেখাই তারা অন্যের থেকে টুকেছেন। মাত্র ৫ শতাংশ ছাত্রের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নকলের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। বাকিরা মনে করছেন এভাবে প্রবন্ধ জমা দিলে তাতে ধরা পড়ার কোন আশংকা নেই। তবে অন্যের লেখা থেকে টুকে নেয়ার ব্যাপারটা যে ক্যামব্রিজের অধ্যাপকদের অজানা তা নয় তা স্পষ্ট। অন্যের লেখা থেকে এ ধরনের টুকে নেয়ার ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন লন্ডনের কিংস কলেজের জৈবিক নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক রবার্ট ফলি। এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার বিশেষ একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করার কথা ভাবছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অন্যের রচনা থেকে চুরি করার ঘটনা ধরা পড়লে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে, এমনকি ডিগ্রি বাতিল করা হতে পারে।

ক্যামব্রিজের ছাত্ররা ব্যাপারটা জানেন। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, অন্যের রচনা থেকে টুকে নেয়া বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা পরিষ্কার করে জানায়নি বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে ও নিয়ে একটি অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। তবে বেশ কিছু ছাত্রের মতে, অন্যের লেখা থেকে মূল ভাবনার কিছু উদ্ধৃতি নেয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। তবে অধিকাংশ ছাত্রই স্বীকার করেছেন, ওয়েব সাইট থেকে শুধু উদ্ধৃতি সংগ্রহে তারা থেমে নেই।

-বিদেশী পত্রিকা অবলম্বনে।